হযরত খাজা গোলাম রব্বানী (রহ.)-এর
মাজার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

بسم الله الرحمن الرحيم

মা সি ক

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

আল্লার আলো

নির্মাণাধীন কুতুববাগ দরবার শরীফ
জামে মসজিদ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

সূফীবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

ঢাকা বৃহস্পতিবার ৩ ডিসেম্বর ২০১৫ ॥ ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২২ ॥ ২০ সফর ১৪৩৭ ॥ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ॥ ২য় বর্ষ ৮ সংখ্যা

হাদিয়া : ১০ টাকা

পবিত্র মক্কানগরীর হেরাগুহার (জাবালে নূর) এই স্থানে বসে আখেরী নবী (সঃ) সুদীর্ঘ ১৫ বছর ধ্যান ও মোরাকাবা করেছিলেন। সেখানেই খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান হুজুর মোরাকাবা-ধ্যানরত অবস্থায় আছেন, ছবিটি ২০১২ সালে পবিত্র ওমরাহ পালনের শেষে তোলা

মহানবী (সঃ) বলেন আমি আদম (আঃ) কে সৃষ্টির পাঁচশ চার কোটি বছর আগে আল্লাহতায়ালার কাছে নূরে মোহাম্মদী রূপে বিদ্যমান ছিলাম

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্
নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

'কুনতু নূরান বাইনা ইয়াদাই রাব্বি কৃবলা খালকি আদামা বিআর বায়াতি আশারা আলফা' (রওয়াহু মুসলিম)।
'আমি আদম (আঃ) সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহর কাছে নূর হিসাবে বিদ্যমান ছিলাম। ঐ জগতের একদিন পৃথিবীর এক হাজার বছরের সমান। অর্থাৎ পাঁচ'শ চার কোটি বছর' (হযরত আলি আলাইহিসালাম থেকে বর্নিত হাদিস : বেদায়া নেহায়া ও আনওয়ারে মুহাম্মদী)
নবী করীম (স.) জিব্রাঈল আলাইহিস সাল্লামকে তাঁর বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বলেন যে, চতুর্থ আকাশে একটি উজ্জ্বল তারকারাজি সত্তর হাজার বছর উদিত অবস্থায় এবং সত্তর হাজার বছর অস্তমিত বা নিভন্ত অবস্থায় বিরাজমান থাকত। আমি ঐ তারকারাজিটিকে বাহাত্তর হাজার বার উদয় হতে দেখেছি। নবী করিম (সঃ) বলেছেন, জিব্রাঈল! মহান আল্লাহতায়ালার শপথ, আমিই ছিলাম ঐ তারকা' (মুসলিম শরীফ)। কুনতু নবীয়্যান আদামু বায়ন্যাল মা ওয়াত্বীন' (রাওয়াহু মুসলিম)। অর্থ : নবীজি (সঃ) বলেন, আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদম (আঃ) পানি এবং মাটির ২-এর পাতায় দেখুন

উছিলা বা মধ্যস্থতা ধরার ব্যাপারে কোরআন মাজিদে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণনা করেছেন, হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) বেহেশত থেকে বের হওয়ার পর, চল্লিশ (৪০) বছর যাবত কিছুই পানাহার করেননি, আর লজ্জার কারণে তিনশ (৩০০) বছর যাবত উপরের দিকে মাথা তোলেননি। এই সুদীর্ঘ সময় তাঁরা আল্লাহর শাহী দরবারে ক্রন্দনরত ছিলেন (খোলাসাতুত তাফসীর)।
হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) তাঁর নিকট সামান্য ভুলের জন্য কত কান্নাকাটি করেছিলেন তার একটি বিবরণ পেশ করেছেন ইমাম ফকরুদ্দীন রাজী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তাফসীরে কবীর'-এ এক পর্যায়ে তিনি একখানি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করিম (সঃ) এরশাদ করেছেন– 'যদি সারাদুনিয়ার মানুষের কান্নাকাটি একত্রিত করা হয়, তবুও হযরত দাউদ (আঃ)-এর কান্নাকাটিই অধিকতর হবে। আর যদি সারাদুনিয়ার মানুষের ক্রন্দন এবং হযরত দাউদ (আঃ)-এর ক্রন্দনকে একত্রিত করে হযরত নূহ (আঃ)-এর ক্রন্দনের পাশাপাশি রাখা হয় তাহলে হযরত নূহ (আঃ)-এর ক্রন্দনই অধিকতর প্রমাণিত হবে। আর যদি সারাদুনিয়ার মানুষের ক্রন্দন এবং হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত নূহ (আঃ)-এর ক্রন্দনকে একত্রিত করা হয় আর যদি হযরত আদম (আঃ) তার একটি ভুলের জন্য যে ক্রন্দন করেছিলেন তা সামনে রাখা হয়, তাহলে হযরত আদম (আঃ)-এর ক্রন্দন অধিকতর বলে প্রমাণিত হবে'
২-এর পাতায় দেখুন

খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের বাণী

- কম খাবেন, কম ঘুমাবেন, কম কথা বলবেন।
- অন্যের দোষ দেখার আগে নিজের দোষ তালাশ করুন।
- যাদের পিতা-মাতা বেঁচে আছেন, তাদেরকে মনপ্রাণ দিয়ে সেবা করবেন আর যাদের পিতা-মাতা কবর বাড়িতে চলে গেছেন, তারা তাদের পিতা-মাতার রুহের মাগফেরাতের জন্য ইসালে ছওয়াব বা জিয়াফত করবেন এবং নফল ইবাদত করে তাদের আত্মার ওপর বকশিস করবেন।
- বড়দের শ্রদ্ধা করবেন। ছোটদের স্নেহ করবেন। ভুখা মানুষকে খানা খাওয়াবেন। বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিবেন। অসুস্থ মানুষ পাইলে চিকিৎসা দিবেন। এইসব সেবা মহান যা আল্লাহতায়ালা নিজে গ্রহণ করেন এবং আল্লাহতায়ালার কাছে অতি পছন্দনীয়।
- আদব, ভদ্রতা, নম্রতা, বিনয়, সভ্য-শালিনতার ভিতর চলতে চেষ্টা করবেন, এতে আল্লাহতায়ালা অতি খুশি হবেন।
- শিক্ষার্থী যারা তারা শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা করবেন, শিক্ষক যারা তারাও শিক্ষার্থীদেরকে নিজেদের ছেলে-মেয়ের মত স্নেহ করবেন।

কোরআন মাজিদে দানকারীদের ব্যাপারে আল্লাহতায়ালার বিশেষ সুসংবাদ

সূরা: বাকারা, আয়াত-২৭৪
'আল্লাযীনা-য়ুনফিকূনা আমওয়া-লাহুম বিলা-লাইলি ওয়ান্নাহা-রি সিররাওঁ ওয়া'আলা-নিইয়াতান ফালাহুম আজরুহুম ইন্দা রাব্বিহিম ওয়ালা-খাওফুন আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ্যানূন'।
অর্থ : যাহারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য রাত্রে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাহাদের পূণ্যফল তাহাদের প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহাদের দুঃখিত হইবারও কোনও কারণ নাই।
সূরা: বাকারা, আয়াত-২৬২
'আল্লাযীনা-ইয়ুনফিকূ-না আমওয়া-লাহুম ফী-ছাবিলিল্লা-হি ছুম্মা লা-ইয়ুতবি'উনা মা-আনফাকূ মান্নাওঁ ওয়ালা আযাল্ লাহুম আজরুহুম ইন্দা রাব্বিহিম ওয়ালা-খাওফুন আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ্যানূন'।
অর্থ : যাহারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে, অতঃপর যাহা ব্যয় করে তাহার কথা বলিয়া বেড়ায় না এবং কাউকে ক্লেশও দেয় না, তাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।
সূরা : আল-ইমরান, আয়াত-৯২
'লান তানা-লুল বিররা হাত্তা তুনফিকূ মিম্মা-তুহি ব্বূন ওয়ামা তুনফিকূ মিন-শাইইন ফাইন্নাল্লা-হা বিহী 'আলীম'।
অর্থ : তোমরা যাহা ভালোবাস তাহা হইতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পূণ্যলাভ করিবে না। তোমরা যাহা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ অবশ্যই সে সম্বন্ধে সবকিছু জানেন।

বিজ্ঞপ্তি

কুতুববাগ দরবার শরীফ-এর মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা ২০১৬ আগামী ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি, রোজ : বৃহস্পতি ও শুক্রবার

সম্মানিত আশেক-জাকের ভাই ও বোনেরা
আসসালামু আলাইকুম

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, প্রতি বছরের মত এবারও কুতুববাগ দরবার শরীফের মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমার তারিখ নির্ধারণ করা হয়ে গেছে। আগামী ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি ২০১৬, রোজ : বৃহস্পতি ও শুক্রবার এই দ্বীনি মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। স্থান : ঢাকার ফার্মগেটের ৩৪ ইন্দিরা রোডে, কুতুববাগ দরবার শরীফ সংলগ্ন আনোয়ার উদ্যান।
ওরছ শরীফ ও বিশ্বজাকের ইজতেমায় শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফত বিষয়ে পবিত্র কোরআন-হাদিস, ইজমা ও কিয়াস এর আলোকে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, তাফসির ও জিকিরের তালিম দেয়া হবে। এতে দেশের বিভিন্ন জেলা ও বিশ্বের নানান দেশ থেকে লাখ লাখ আশেকান-জাকেরান, ভক্ত-মুরিদানসহ বিশিষ্ট আলেম-ওলামা, মুফতি-মোহাদ্দেসগণ অংশ গ্রহণ করবেন।
দরবার শরীফ থেকে ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা ২০১৬ এর সার্বিক প্রস্তুতি চলছে। সে জন্য দেশ-বিদেশের জাকের ভাই-বোনেরা ওরছ শরীফ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা সফল করার লক্ষে অংশগ্রহণ ও দাওয়াত কাজে শরিক হোন। আল্লাহ ও রাসুলের যে ইসলাম, সারাবিশ্বে সেই ইসলামের সত্য তরিকা প্রচার ও আহলে বাইয়াতের প্রসার করার লক্ষে এগিয়ে এসে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবাইকে সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান করা হলো।
২৯ জানুয়ারি ২০১৬ রোজ : শুক্রবার ১১টা ৫ মিনিট থেকে বিশ্ববাসীর শান্তি ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে মহা মূল্যাবান নসিহতবাণী, দিক-নির্দেশনা ও বাদজুমা আখেরী মোনাজাত করবেন শাহানশাহে তরিকত, আরেফে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, হেদায়েতের হাদি, জমানার মুজাদ্দিদ, শাহসূফী আলহাজ্ব মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নক্শবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী কেবলাজান হুজুর।
কেবলাজান হুজুর সবার সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করেছেন। অলি-আল্লাহদের আত্মার মহামিলনের এই দ্বীনি মাহফিলে শরিক হতে আল্লাহ আমাদের সবার তৌফিক দান করুন। আমিন।

বি:দ্র: দুই দিনব্যাপী এই দ্বীনি ওরছ-মাহফিলে দেশ-বিদেশ থেকে আগত জাকের ভাই-বোনদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। শীতবস্ত্র সঙ্গে আনবেন।

সম্পাদকীয় কলাম

মহাপবিত্র ওরছের দাওয়াত

বছর ঘুরে আবার আমাদের দ্বারপ্রান্তে কড়া নাড়ছে কুতুববাগ দরবার শরীফের মহাপবিত্র ওরছ শরীফ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা ২০১৬ এর মহত্তম উৎসব। এ উৎসব জামে আম্বিয়া জামে ও আউলিয়াদের আত্মার মহামিলনের। আমরা যারা তরিকাপন্থী বা হযরত রাসুল (সঃ)-এর সত্য ইসলাম ও আহলে সুন্নতের অনুসারি, তাদের অজানা থাকার কথা নয় যে, ওরছ শরীফের তাৎপর্য কী বিশাল। পবিত্র কোরআন- হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের অকাট্য দলিল রয়েছে ওরছ শরীফ সম্পর্কে। সে বিষয়ে আত্মার আলোতেই খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান তাঁর মহামূল্যবান লেখনীর মাধ্যমে একাধিকবার বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের আলোচ্য আজ তা নয়, আমরা আজ আমাদের অগনিত আশেকান জাকেরান দেশবাসী ভাই-বোন তথা খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের রূহানিয়াত সন্তানদের জানাতে চাই যে, আগামী ২৮ ও ২৯ শে জানুয়ারি ২০১৬ রাজধানীর ফার্মগেট সংলগ্ন কুতুববাগ দরবার শরীফের বার্ষিক মহাপবিত্র ওরছ শরীফ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা হাউশ-মহব্বতের সাথে উদযাপন উপলক্ষে দেশে-বিদেশে যে উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে আপনাদের মধ্যে, তাতে আমরা আনন্দে বিহ্বল। জাকের ভাই-বোনদের সঙ্গে দুদিন যে দেখা সাক্ষাৎ ও আত্মার সংযোগ ঘটবে, তা বছরব্যাপী প্রতীক্ষারই ফল।

আমরা একটি বছর পথ চেয়ে থেকেছি কবে আসবে আমাদের মহান দাদা পীর কেবলাজান উপমহাদেশের প্রখ্যাত তাফসিরকারক আলহাজ্ব শাহসূফী হযরত কুতুবুদ্দিন আহমেদ খান মাতুইয়াল (রঃ) এর মহাপবিত্র বেছালত উপলক্ষে বার্ষিক এই ওরছ শরীফের উৎসব। সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে। আর মাত্র একমাস কয়েক দিন। তারপর লাখ লাখ জাকের ভাই-বোন দেশ-বিদেশ থেকে ছুটে আসবেন দরবার শরীফের পানে। তাদের এই মহামিলন তো দৃশ্যমান। কিন্তু দৃশ্যের আড়ালে এসে উপস্থিত হবেন বহু বিশ্বখ্যাত তরিকতপন্থী ওলামায়ে কেরাম এবং পীর মাশায়েখদের পবিত্র আত্মা। মহামানবদের মহান আত্মার এই মিলন উৎসবে উপস্থিত হতে পারেন যারা, তারা সত্যিই সৌভাগ্যবান। অনেকেরই ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে এই দ্বীনি জলসার মোনাজাতে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে। অনেকের কঠিন বিমারি, বড় বড় সমস্যার সমাধান করে দেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ওরছ শরীফের এক লোকমা তবারকের উছিলায়। বহু পীর ভাই বোন এর দৃষ্টান্ত হয়েছেন।

যা-ই হোক, ২০১৬ সালের মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্ব জাকের ইজতেমার দাওয়াত ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে সারাদেশে। দাওয়াত পেয়েছেন দেশও দেশের বাইরের অসংখ্য ভাই-বোন। মানবতার সেবক একুশ শতকের আধ্যাত্মিক মহাসাধক আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী কেবলাজানের আহ্বানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বহু ভাষার মানুষ আসবেন এই মহাপবিত্র ওরছে যোগদিতে। মানব সেবাই পরম ধর্ম আর সুফিবাদই শান্তির পথ' এই মহাবাণীর টানে খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের কাছে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ আসেন আত্মশুদ্ধির জন্য। মানুষের মতো মানুষ হওয়ার আশায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এখনো চলছে মাহফিল দাওয়াতের কাজ। দেশ-বিদেশে পৌঁছে গেছে সেই দাওয়াতের আনন্দের ঢেউ। লাখ লাখ মানুষের জন্য এই যে বিশাল আয়োজন, অলি আল্লাহদের এত্তেহাদী তাওয়াজ্জহ ছাড়া তা এত সুষ্ঠু সুশৃংখলভাবে অনুষ্ঠান অসম্ভব। মহাপবিত্র ওরছ শরীফে যারা তবারক খাওয়ান অর্থাৎ খেদমত দেন তারা যেমন, যারা এ তবারক খান তারাও তেমনই মহা ভাগ্যবান। আল্লাহ আমাদের এই মহাপবিত্র ওরছের খেদমত দান ও তবারক গ্রহণ নসিব করুন। আমিন।

লেখা ও বিজ্ঞাপণ আহ্বান

মাসিক আত্মার আলো পত্রিকায় সূলভ মূল্যে বিজ্ঞাপণ আহ্বান করা হলো। আপনাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রচার ও প্রসারে আমরাও ভূমিকা রাখতে চাই।

মহানবী (সঃ)-এর ইসলামে তথা ইলমে তাসাউফ-সূফীবাদ সম্পর্কে আপনাদের লেখা এবং আত্মার আলো'তে প্রকাশিত লেখা নিয়ে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত আহ্বান করা হলো। আমরা গুরুত্বের সঙ্গে তা প্রকাশ করবো লেখা ও বিজ্ঞাপণের জন্য যোগাযোগ করুন নিচের ঠিকানায়।

সম্পাদক
মাসিক আত্মার আলো
৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
০১৭২৬৪৫৯০০৪, ০১৭২৩৪৮২২৯৪, ০২-৮১৫৬৫২৮
ই-মেইল: masikattaralo@gmail.com
www.kutubbaghdarbar.org.bd

উছিলা বা মধ্যস্থতা ধরার ব্যাপারে কোরআন মাজিদে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

(তাফসীরে কবীর- ১ম খণ্ড)।
হযরত আদম (আঃ)-এর কান্নাকাটির কারণে, তাঁর প্রতি আল্লাহপাকের দয়া হল। তিনি তাঁকে তওবার পন্থা শিখিয়ে দিলেন আর যে ভাষায় তওবা করতে হবে তাও শিখিয়ে দিলেন। হযরত উমর (রা:) থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে যে, হযরত আদম (আঃ)-কে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসুলে করিম (সঃ)-এর ওছিলায় আল্লাহপাকের মহান দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হয়েছে। তখন আল্লাহপাক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আদম! মোহাম্মদ (সঃ)-কে তুমি কীভাবে জানলে?

তদুত্তরে হযরত আদম (আঃ) আরজ করলেন, হে প্রভু! আমার সৃষ্টির পর আমি যখন আরশের দিকে তাকালাম তখন তাতে দেখতে পেলাম লেখা হয়েছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'। তখনই আমি উপলব্ধি করেছি যে, আপনার মহান দরবারে সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী হলেন হযরত মোহাম্মদ (সঃ)। এ জন্যই তাঁর ওছিলায়ই ক্ষমা প্রার্থনা করেছি। তখন আল্লাহপাক এরশাদ করেন, হে আদম! তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তিনি তোমাদেরই সন্তান। তাঁকে সৃষ্টি না করলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না (খোলাসাতুত তাফসীর)।

অতঃপর আল্লাহপাক হযরত আদম (আঃ)-কে শিক্ষা দিলেন, কোন কথা বললে তওবা কবুল হবে, কোন দোয়া পাঠ করলে তাঁর আরজি মঞ্জুর হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে, সেই দোয়াটি হল– 'রাব্বানা জ্বালাম্‌না আন্‌ফুছানা ওয়া ইল্লাম তাগ্‌ফিরলানা ওয়াতার হাম্‌না লানা কূনান্না মিনাল খাছিরিন'।

অর্থ : হে আমাদের পালন কর্তা! আমরা আমাদের নিজেদের উপর জুলুম করেছি যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন। আর আমাদের উপর দয়া না করেন তাহলে অবশ্যই আমরা নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাব। এই কথাগুলো দ্বারা হযরত আদম (আঃ) মোনাজাত করলেন তখন আল্লাহপাক তাঁর তওবা কবুল করলেন। সূরা আ'রাফের এক আয়াতের ঘোষণা অনুযায়ী হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) উভয়ই এই দোয়া করেছিলেন। মোট কথা রাসুল (সঃ)-কে ওছিলা ধরার কারণে আল্লাহতায়ালা গুনাহ্ মাফ করলেন এবং তওবা কবুল করলেন। হে পাঠকগণ! কোরআন ও হাদিস পর্যালোচনা করে দেখা গেল, আল্লাহতায়ালার গোপন ভেদ ও রহস্য লুকাইয়া আছে যদি আদম (আঃ) ভুল না করত আমরা সৃষ্টি হতাম কীভাবে? এখন এই হাকিকত ভেদ বুঝতে হলে চৈতন্য গুরু বা কামেল মুর্শিদের সান্নিধ্যে গেলে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির রহস্য জানা যাবে।

'ওয়া লাও আন্নাহুম ইয্ যালামু আন্ ফুসাহুম্ জ্বাউকা ফাস্তাগফারুল্লাহা ওয়া-সতাগফারা ওলাহুমুর রাসুলু লাওয়াজ্বাদু-ল্লাহা তাওয়্যা বার্ রাহিমা' (সূরা : নিসা আয়াত ৬৪)।

অর্থ : যদি এ সকল লোকেরা নিজেদের আত্মাসমূহের ওপর অত্যাচার করে, হে নবী (সঃ) আপনার দরবারে এসে হাজির হয়ে যায় এবং আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবায়ে নছুহা করে এবং আপনিও (ইয়া রাসুলুল্লাহ সঃ) তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তাহলে নি:সন্দেহে এরা আমি আল্লাহতায়ালাকে তওবা কবুলকারী, ক্ষমাকারী মেহেরবান হিসেবে পাবে। এ আয়াত কারীমা দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল হুজুর (সঃ) প্রত্যেক গুনাহ্গারের জন্য সর্বসময় (কিয়ামতাবধি) মাগফিরাতের (ক্ষমা) ওয়াছিলা।

'ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আ-মানু আত্বীউল্লা-হা ওয়া আত্বীউর রাসুলা, ওয়া উলিল আম্‌রী মিন্‌কুম, ফাইন্ ত্বানা যাতুম-ফী শাইয়িন্ ফারুদ্দুহু ইলাল্লা-হি ওয়ার রসুলী ইন্ কুন-তুম তুমিনূনা বিল্লা-হি ওয়াল ইয়াওমি-ইল আখির, যা-লিকা খারুওঁ ওয়া আহসানু তাবিলা' (সূরা : নিসা, পারা- ৪ আয়াত- ৫৯)।

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ, রাসুল (সঃ) ও আউলিয়াগণের আনুগত্য কর। কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে তা আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)-এর ওপর ন্যস্ত কর। যদি আল্লাহ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখ, এ ব্যবস্থা তোমাদের জন্য উত্তম।

'আলা ইন্না আওলিয়া আল্লাহি-লা খওফুন আলাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহ্যানুন'। আল্লাযীনা আ-মানু ওয়াকানু ইয়াত্তা কুন। লাহুমুল বুশ্‌রা ফিল হা-ইয়া-তিদ দুনইয়া ওয়া ফিল আখিরাহ, লা-তাবদীলা লিকালিমা তিল্লাহু, যা-লিকা হুওয়াল ফাউযুল আযীম। (সূরা : ইউনুছ, আয়াত- ৬২-৬৫)

অর্থ : জেনে রাখো, আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তাঁরা কোন বিষয়ে দুঃখিত হবেন না। যারা বিশ্বাস করেন এবং সাবধানতা অবলম্বন করেন তাদের জন্য পার্থিব জীবনে ও পরলৌকিক জীবনে সু-সংবাদ আছে। আল্লাহতায়ালার বাণীর কোন পরিবর্তন নেই, এটিই মহা সাফল্য।

'ইনাল্লাহা ক্বালা মান আদালি ওয়ালিইয়ান আযানতুহু বিল হারবী, ওয়ামা তাক্বাররবা ইলাইয়া আবদি বিশাই-ইন আহাব্বু ইলাইয়া মিম্মা ইকতারাসতু আলাইহি, ওয়ামা ইয়াযানু

আবদি সামআহ আল্লাজি ইয়াসমাউ বিহী ওয়া বাসারাহু লাল্লাযি ইয়ুবসিরু বিহী ওয়াইয়াদাহু লাল্লাতি ইয়াবতিশু বিহা ওয়ারিজলাহু লাল্লাতি ইয়ামশি বিহা আলফা' (হাদিসে কুদ্‌সী, রাওয়াহু বুখারী ও মিশকাত শরীফ)।

অর্থ : আমার বান্দা ফরজ আদায়ের মধ্য দিয়ে আমার নৈকট্য লাভ করে, ফরজ আদায়ের পর নফল ইবাদতের মাধ্যমে তারা আমার ভালোবাসা লাভ করে, আমি যখন কাউকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। যখন সে আমার কাছে কিছু চায় আমি তাকে তা দিই' (হাদীসে কুদ্‌সী, বুখারী ও মিশকাত শরীফ)।

'ওয়ালা-তাকুলু লিমাই ইয়ুক্বতালূ ফী-সাবীলিল্লা-হি আমওয়াত; বাল্ আহ্ইয়া উওঁয়ালা কিল্ লা-তাশউরুন' (সূরা : বাক্বারা, পারা- ২ আয়াত- ১৫৪)।

অর্থ : যারা আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করেছে, তাদেরকে মৃত মনে কর না বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা বোঝ না।

'ওয়াল তাহ্সাবান্নাল্লাযীনা কুতিলু ফী-সাবিলিল্লা-হি আমওয়া তা, বাল আহুইয়া-উন ইন্দা রাব্বিহিম ইউরযাকু-ন'।

অর্থ : যারা আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করেছে, তাদেরকে মৃত মনে কর না, বরং তারা জীবিত, স্বীয় রবের নৈকট্যপ্রাপ্ত, স্বীয় রবের পক্ষ থেকে রিযিকপ্রাপ্ত' (সূরা : ইমরান পারা : ৩ আয়াত : ১৬৯)।

'ক্বালা উমর বিন খাত্তাব রাদিআল্লাহুতায়ালা আনহু আন্নাহু ক্বালা ক্বালা রসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদ-দু-আউ মাউকুফুন বাইনাসামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব ইল্লা বিসসালাহ'।

অর্থ : হযরত উমর (রা:) থেকে বর্ণিত হাদিস, নবী করীম (সঃ) বলেছেন যে, দরূদ শরীফ পাঠ করা না হলে উম্মতের দোয়াসমূহ আসমান ও জমিনের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। যখন দরূদ শরীফ পাঠ করা হয়, তখন তা আল্লাহতায়ালার দরবারে পেশ করা হয় এবং তা কবুল হয়' (মিশকাত শরীফ)।

'মান আদালি ওয়ালি ইয়ান ফাকাদ আযান তাহু বিলহারবী' (রওয়াহু মুসলিম)।

অর্থ : যে ব্যক্তি আমার কোন আউলিয়ার সাথে শত্রুতা বা দুশমনি করে, আমি তাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানাই।

'আন আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বালা ইন্নি সামিইতু রাসুলাল্লাহি (সঃ) ইয়াকুলু আল আবদালু ইয়াকুনুনা বিশশামী ওয়াহুম আরবাউনা রজুলানা কুল্লামা মাতা রজুলুন আবদাল্লাতু মা কানাহু রুজালান ইউহক্বা বিহিমুল গাইনু ওয়াইনতাসারু বিহিম আলাল আদা-ই-ওয়া ইউতনরাফু আন আহলিমশামী বিহীমুল আজিব্বু' (রওয়াহু মিশকাত)।

হযরত আলী (রা:) বর্ণনা করেন, আমি নবী করিম (সঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, সিরিয়ায় চল্লিশজন আবদাল আছেন তাদের ওছিলায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়, শত্রুরা তাদের ওছিলায় পরাজিত হয় এবং তাদের ওছিলায় সিরিয়াবাসীদের ওপর থেকে আযাব দূরীভূত হয়' (মিশকাত শরীফ)।

হে সম্মানিত পাঠকগণ! মহান আল্লাহতায়ালার সৃষ্টির শুরু থেকেই ওছিলার মাধ্যমে সকল কিছু সম্পন্ন করে আসছেন। অথচ আল্লাহতায়ালার কথা অমান্য করে কিছু সংখ্যক মানুষ কোরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে বর্তমান সমাজে অশান্তি করছেন। তাই এদেরকে মহান আল্লাহতায়ালা হেদায়েত দান করুন, আমিন।

মহানবী (সঃ) বলেন আমি আদম (আঃ) কে সৃষ্টির

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মধ্যে মিশ্রিত ছিল' (হাদীছে কুদ্‌সী, মুসলিম শরীফ)।

'কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লা হা ফাত্তাবিউ-নী ইয়ুহুব্বিকুমুল লা-হু ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লা-হু গাফুরুর রহীম'। অর্থ : প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলুন, তোমরা আমি আল্লাহতায়ালাকে পেতে চাইলে আমি নবী (সঃ)-কে ভালোবাস, আল্লাহতায়ালা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং ক্ষমা করবেন তোমাদের গুনাহ্, আল্লাহ ক্ষমাকারী অতি দয়ালু' (সূরা : আল ইমরান, পারা-৩ আয়াত : ৩১)।

'কুল বিফাদ্বলিল্লাহি ওয়া বিরাহমাতিহি ফাবিযালিকা ফাল ইয়াফরাহু হুওয়া খাইরুম মিম্মা ইয়াজ্বমাউন'। অর্থ : হে রাসুল (সঃ) আপনি মানবমন্ডলীকে বলে দিন, আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও করুণাপ্রাপ্ত হয়ে তারা যেন ঈদ উৎসব পালন করে। এ ঈদ তাদের জন্য সব কিছু থেকে উত্তম'। (সূরা : ইউনুছ, পারা- ১০ আয়াত- ৫৮)।

নিশ্চয়ই মহানবী (সঃ) মানুষের জন্য মহা নিয়ামত, রহমত, কল্যাণ ইত্যাদি। আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে হুজুর (সঃ)-এর চেয়ে বড় নেয়ামত ও রহমত আর কী হতে পারে। মহান আল্লাহতায়ালা উপরোক্ত আয়াতে হুজুর (সঃ)-এর জন্ম বা শুভ আগমনকে ঈদ উৎসব পালনেরই আদেশ দিয়েছেন। অতএব ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী পালন করা মানুষের জন্য ওয়াজিব।

'ওমামাকা-না লিমু মিনিও ওয়ালা মুমিনাতিন ইযা-ক্বাদ্বাল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আমরান আইঁ ইয়াকুনা লাহু-মুল খিয়ারতু মিন আমরিহিম ওয়ামাই ইয়া স্বিল্লা-হা ওয়া রাসূলুহু ফাক্বাদ দ্বল্লা-দ্বলা-লামমুবীনা'।

অর্থ : আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)-এর আদেশ অমান্যকারীরা প্রকাশ্যভাবে পথভ্রষ্ট হবে বা গোমরা হবে' (সূরা : আহযাব- পারা- ৩৩ আয়াত- ৩৬)।

নবী করিম (সঃ)-কে নিজেদের জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসতে না পারলে, তোমরা প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না' (হাদিসে : মাদারেজুন নবুয়্যত)।

'ওয়া-লাক্বাদ কাত্বনা ফিযযাবুরি মীম বা'দিয় যিক্‌রি আন্নাল আরদ্বা ইয়ারিছুহা ইবা-দিয়াস্ব-স্ব-লীহুন' (সূরা : আম্বিয়া, পারা- ২১ আয়াত- ১০৫)।

অর্থ : প্রিয় হাবিব (সঃ) নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ আপনার মহব্বতে আমার মাহাবুব বান্দাদেরকে পৃথিবীর স্বত্ত্বাধিকারী করে তা আমার লওহে মাহফুজে লিখে রেখেছি।

'কূলা-লা আসআলুকুম আলাইহি আজ্বরান ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কূরবা'

অর্থ : হে আমার নবী সাল্লাল্লাহা আলাইহি সাল্লাম আপনি বলে দিন, রিসালাত পৌঁছিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কিছুই চাই না, তোমরা শুধু আমার আহালে বাইয়াতকে ভালোবাস' (সূরা : শূরা, পারা- ৪২ আয়াত-২৩)।

নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আমার আহ্‌লে বাইয়াতের উদাহরণ হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কিস্তির মত, যারা তাঁর কিস্তিতে উঠেছিল তাঁরাই নাযাত পেয়েছিল' (তিরমিযি ও মুসলিম শরীফ)। সেই আহলে বাইয়াতের অন্তর্ভুক্ত চার সাহাবা-সহ অন্যান্য সাহাবা ও আসহাবে সুফ্‌ফা সেখান থেকে সূফীবাদ এসেছে।

খাজাবাবা কুতুববাগী অন্যতম এক মহাগুরু

এইচ মোবারক

মানব জীবনে সূফী-সাধকদের প্রয়োজনীয়তা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অবশ্যই সূফী-সাধকগণ গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। সূফী-সাধকগণ অসাধারণ জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব ও মানবপ্রেমের মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের সূফীবাদের প্রতি আকৃষ্ট করে হেদায়েতের পথ দেখিয়ে থাকেন। বর্তমানে যে ক'জন সূফী-সাধক ইসলাম ও সূফীবাদ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন, তাদের মধ্যে আমার পীরকেবলাজান খাজাবাবা কুতুববাগী অন্যতম এক মহাগুরু। মুর্শিদকেবলা সূফীবাদের আধ্যাত্মিক তত্বজ্ঞানের দ্বারা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জীবন-যাপনে এনেদিয়েছেন লক্ষণীয় পরিবর্তন। ইসলামের মহা-সত্যের প্রতি মানুষকে আহ্বান করছেন প্রেম ও শান্তিময় বাণীর মাধ্যমে। এর ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সূফীবাদ উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করছে। মানব প্রেম তথা মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা এবং সৃষ্টির প্রতি প্রেমের মাধ্যমে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করাই সূফীবাদের মূল আদর্শ। কুতুববাগী কেবলাজানের উত্তম আদর্শময় জীবন এবং সূফীবাদের প্রেমময় মধুর বাণী প্রচার করে দেশ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষ মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছেন।

সৃষ্টিকে ভুলে স্রষ্টার প্রতি প্রেমাসক্তি অর্জন করাই সূফীবাদের এক অর্থ। সূফীবাদের এমন প্রেমাদর্শ দ্বারা সকলের মধ্যে মহব্বত ও রহমতের পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছেন খাজাবাবা কুতুববাগী পীরকেবলাজান। যারা লৌকিক মরমীবাদ, সূফীতত্বসহ অন্যান্য ভক্তিবাদে বিশ্বাস করে না, তারাও আজ অনেকেই কেবলাজানের ভালোবাসার নৌকায় সহযাত্রী হয়েছেন। সাধারণ মানুষের জীবন-যাপনেও সূফীদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, যেমন নদী ও সমুদ্র পথে যাতায়াতের সময় চালক বা মাঝিমাল্লারা-সহ যাত্রী সাধারণেরাও তাদের নিজ নিজ পীর-মুর্শিদের নামটি অতি আদবের সঙ্গে স্মরণ করে যাত্রা শুরু করেন। শুধু তা-ই নয়, শহরে-বন্দরে দেখা যায় বিভিন্ন যানবাহনের গায়ে পীর-আউলিয়াদের নাম লেখা থাকে। আবার লৌকিক ধারায় দেখা যায় বিভিন্ন মুর্শিদী-মারেফতীসহ হৃদয়কাড়া অসংখ্য মরমী কাব্য-সাহিত্য রচিত হয়েছে পীর-মুর্শিদকে কেন্দ্র করেই। এভাবেই বাংলার মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৈষয়িক জীবনের নানা ক্ষেত্রে সূফীবাদের প্রভাব অক্ষুণ্ন রয়েছে।

ইসলামী বিধি-বিধান পরিপূর্ণরূপে পালন করার মাধ্যমে অন্তরে মহাসত্যের যে উপলব্ধি উন্মোচিত হয়, তা থেকেই অর্জন হয় অনাদি অনন্তের সত্যজ্ঞান। অন্য কথায়, স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান হলো মারেফত। মারেফতই হলো আসল বা খাঁটি মূলধন। আল্লাহর জাত (সত্তা) ও সিফাত (গুণাবলি) সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত হওয়াই মারেফত। তাসাউফের পরিভাষায় মারেফত হলো- আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় জানা, আল্লাহর জ্ঞানের জগতে সন্তরণ করা; আল্লাহর নূরের জ্যোতিতে সৃষ্টিকে দর্শন করা। তাই আত্মজ্ঞান ও সত্য জ্ঞানই হলো মারেফত যা কি না তাসাউফের চূড়ান্ত লক্ষ্য; মানব জীবনের পরম অবস্থা। এই ধরনের চির সত্য শিক্ষাসমূহ দিয়ে থাকেন আমার মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান। মানুষের কলবে যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা না থাকত, তাহলে মানুষ নিশ্চয়ই মালাকুতের আসমানকে দেখতে পেত। এ কথার মর্মার্থ এই যে, মানুষের কলব বা অন্তর হল এমন এক পাত্র, যা কেবল আল্লাহর মারেফতের জ্ঞানে পূর্ণ হওয়া এবং আল্লাহর পরিচয় জানা-শোনার জন্যই সৃষ্টি। আর শয়তানের কাজ হল সেই অন্তরের পবিত্রতা নষ্ট করে সেখানে ঘাপটি মেরে বসে থাকা। এই শয়তানকে চিরতরে উচ্ছেদ করার মাধ্যমেই পবিত্র ইসলামের সত্যিকারের জ্ঞান-মারেফাত অর্জন করা সম্ভব। মানুষের নফস হল শয়তানের আখড়া কামনা-বাসনা হল শয়তানের খোরাক। যতক্ষণ এ খোরাক সেখানে থাকবে শয়তানও সেখানে আঠার মতো লেগে থাকবে। কিন্তু মুমিন বান্দা যখন একজন সত্য গুরুর আশ্রয় নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে ইবাদতে রত হয়, তখন শয়তান পালাতে থাকে। রমজান মাসে আমাদের উচিত শয়তানের কলাকৌশল ও কারসাজি চিহ্নিত করে সেখানে ইবাদতের কামান দাগানো। কিন্তু মুখে বললেই সব পানির মতো সহজ হয়ে যায় না। গুরুদীক্ষা ব্যতীত শক্তিশালী শয়তানের সঙ্গে মোকাবিলা করা কোন মতেই সম্ভব নয়। যদি সেখানে নাফসানি চিন্তা-ভাবনা এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা ও ধান্ধাবাজি স্থান করে থাকে, তাহলে এ পাত্র হয়ে পড়বে আঁধার ও অজ্ঞতায় ঢাকা। এমন পাত্রে ঐশী জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং আল্লাহর মারেফাত স্থান পেতে পারে না। যদি এ রুহানি সত্তা বা কলব অন্ধকার ও অজ্ঞতামুক্ত হয়, তাহলে সেখানে জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও মারেফাত জায়গা করে নেবে এবং মানুষ তখন দুনিয়া ও আখেরাতের রহস্যাবলী অবলোকন করতে সক্ষম হবেন। আল্লাহতায়ালা একমাত্র মানুষকেই জ্ঞান অর্জনের শ্রেষ্ঠতম যোগ্যতা দান করেছেন, যা অন্য কোনো সৃষ্টিকে দেয়া হয়নি। অন্যদের মাঝে যা আছে সবই তাদের প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য এর বাহিরে তাদের যাওয়ার ক্ষমতা নেই। কিন্তু মানুষ আল্লাহতায়ালার প্রতিনিধি বা খলিফা হওয়ার কারণে, তাকে এই মহাসম্পদ ও যোগ্যতা দান করা হয়েছে। মানুষ আসলে রূহানি সত্তা। যে মাটির অবয়ব নিয়ে দুনিয়ায় এসেছি কামালিয়াত বা পূর্ণতা অর্জনের জন্য, এ মাটির দেহ নিয়ে এ দুনিয়াতেই নিজের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হবে। যাতে আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া রূহের বিকাশ অর্জন করে পরিপূর্ণ রূহানি মানুষ হতে পারি। তবে তা কোন মতেই সম্ভব নয়; যদি না আমরা কোন কামেল গুরুর সান্নিধ্যে উপস্থিত হতে না পারি। তাই সৎ সাহসের সঙ্গে বলছি, সূফীবাদের একজন সত্য কামেলগুরু বা পীর-মুর্শিদ যে কোন মানুষের পুরো জীবনকে পাল্টে দিতে পারেন তাঁর ঐশী তাওয়াজ্জহর শক্তি দান করে। এ ক্ষেত্রে খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন।

আহা একি মধুর

শেষ পৃষ্ঠার পর

খাজাবাবা কুতুববাগীর প্রতিটি কর্মই অতি সুন্দর। বর্তমানে মিডিয়ার যুগে সারাবিশ্ব আজ আমাদের হাতের মুঠোয়। ফলে কোথায় কী ভালো-মন্দ ঘটছে তা আমরা জানতে পারছি। আজ আমরা প্রায় অর্ধকোটি আশেক জাকেরান ভাই-বোনদের জানা মতে খাজাবাবা কুতুববাগী অতি উত্তম চরিত্রের অধিকারী। যারা নিয়মিত কুতুববাগ দরবার শরীফে দীক্ষা নিতে আসি, তারাও নিশ্চয়ই আমরা মত বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য অলৌকিক কেরামতি প্রত্যক্ষ করে আসছি খাজাবাবা কুতুববাগীর কাছ থেকে। ২০১৪ সালে বর্ষা মৌসুমে কেবলাজানের সফরসঙ্গী হয়ে মাদারীপুর, যশোর, খুলনা ও ঝিনাইদহে দয়াল নবীজির সত্য তরিকা প্রচারের সৌভাগ্য হয়েছিল।

আমার সফরকালে অসংখ্য কারামতি প্রত্যক্ষ করেছি। তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলো বর্ষা মৌসুম হওয়ার কারণে রাত-দিন প্রচুর বৃষ্টি হয়ে পথ-মাঠ-ঘাট কাদা হয়ে যায়। যে এলাকাতেই মাহফিল হতো সে এলাকার লোকজন বলাবলি করতো এত বৃষ্টির মধ্যে কীভাবে যে মাহফিল হবে? আবার মাঠে কাদা। সে সব এলাকার অনেকেই কেবলাজানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলতো, হুজুর কয়েকদিন যাবৎ মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, মাঠ-ঘাট কাদা হয়ে গিয়েছে, বৃষ্টি থামছেন না এমতাবস্থায় কীভাবে মাহফিল হবে? বাবাজান কেবলা তাদের কথা শুনে বললেন, বাবারা চিন্তা করবেন না আল্লাহপাক সাহায্য করবেন। সত্যি আমরা দেখেছি জোহরের নামাজের পর বৃষ্টি বন্ধ হয়ে ঝলমলে রোদ উঠতো আর তাতেই মাঠ-ঘাট শুকিয়ে যেতো।

বাদ আসর থেকে কুতুববাগী কেবলাজানের শুভ আগমন উপলক্ষে 'ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিল' শুরু হতো। বাদ এশা কেবলাজান মাহফিলের মঞ্চে আসন গ্রহণ করে মহা মূল্যবান নসিহতবাণী পেশ করে, মোনাজাত শেষে দয়াল নবীজির সত্য তরিকার সবক দিতেন। কেথাও আবার দেখা যেতো মাহফিল শেষ হলেই মুষল ধারে বৃষ্টি শুরু। সেই সব এলাকার লোকজন মুখে মুখে, ঠোটে ঠোটে বলাবলি করতো একজন কামেল মোকাম্মেল পীর মুর্শিদ এর দ্বারাই এইসব সম্ভব। এভাবে বারবার দেখেছি। আমার চোখ দিয়ে অঝরে জল পড়েছে। আহা একি মধুর অনুভূতি!

কামেল পীর-মুর্শিদের উছিলায় অন্তরের

শেষ পৃষ্ঠার পর

রাখা হয়েছে যেন আসল শয়তান তথা হাকীকি শয়তানগুলোকে চিনতে পারে, জানতে পারে এবং পরিষ্কার বুঝতে পারে। আসল শয়তান চারটি ইবলিশ, শয়তান, মরদুদ এবং খান্নাস। এই চারটি শয়তানও আবার আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টি জগতে মাত্র দুটি স্থানে থাকে এবং আর কোথাও থাকে না এবং থাকার কোন আইন আল্লাহতায়ালা রাখেননি। এক জিনের অন্তর এবং অপরটি মানুষের অন্তর। এই দুটি অন্তর ছাড়া আসল শয়তানের থাকার অনুপরিমাণ স্থানও রাখা হয়নি।

আকাশ হতে যে শয়তানকে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করে, এটা জ্বিন ও মানুষের মনের আকাশ নয়, পৃথিবীর উপরের আকাশ। আসল শয়তান মক্কার মিনাতে থাকে না; থাকে হাজীদের অন্তরে। ইবলিশ মাটিতে থাকে না বরং থাকে মানুষ ও জ্বিনের অন্তরে। মরদুদ পৃথিবীতে থাকে না, থাকে জ্বিন এবং মানুষের অন্তরে। খান্নাস আকাশ আর মাটিতে থাকে না, থাকে কেবল মানুষ ও জ্বিনের অন্তরে। সব সময় মনে রাখতে হবে এ চারটি শয়তান কেবল মানুষ ও জ্বিনের অন্তরে থাকে। এই প্রাথমিক ধারণাটি জানা না থাকলে ইসলামের মূল রহস্য বোঝা বড়ই কষ্টকর হয়ে পড়ে। মানুষ সব সময় মনে করে যে, শয়তান বাহিরে থাকে এবং এই বাহিরে থাকার ধারণাটিই ইসলামকে বোঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ ভাবতেই চায় না যে শয়তান তার অন্তরেই লুকিয়ে আছে। শয়তান নানা সভ্যতার জাগতিক পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। বাধা হয়ে দাঁড়ায় যখন আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় ধ্যান সাধনায় মশগুল হতে চায়। আল্লাহর রহস্য জানবার পথে সাধকের প্রতিটি ধাপে ধাপে চলে শয়তানের ১৯ (উনিশ) প্রকারের বাধা। শয়তান কিছুতেই সাধককে শেষ লক্ষ্যে যেতে দিতে চায় না। বার বার বাধা হয়ে দাঁড়ায় অনেক রকম অস্ত্র হাতে নিয়ে। তাই সাধককে সবসময় শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। এই যুদ্ধরত অবস্থারটির নাম হল নফসে লাউয়ামা। সাধক যখন সবরকম বাধা একে একে পার হয়ে যায়, তখনই সাধক শান্ত হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ তৃপ্ত পায়। পরিতৃপ্ত অবস্থানটির নাম নফসে মোতমায়েন্না বা প্রশান্ত আত্মা। এখানে আর শয়তানের কোন কাজ-কর্ম বা তাবেদারী চলে না। সাধক যখন এই অবস্থানে আসতে পারে, তখন জান্নাতের বার্তাটি দেখতে পায় এবং তৃপ্ত হয়। সুতরাং জিহাদ দুই প্রকার একটি শরিয়তি জিহাদ, অপরটি হাকিকতি জিহাদ। আপনার ভেতরে লুকিয়ে থাকা খান্নাসরূপী শয়তানের বিরূদ্ধে জিহাদ হল ফিছাবেলিল্লাহ তথা আল্লাহর পথে। তবুকের যুদ্ধে জয়লাভ করার পর মহানবী (সঃ) সাহাবিদের বলেছিলেন, এবার তোমরা আসল জিহাদের দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা কর। সুতরাং আমরা দেখতে পাই ইসলামের বিষয়গুলোর দুটি দিক আছে। একটি বাহিরের দিক অপরটি ভিতরের দিক। বাহিরের দিকটির কম বেশী ধ্যান ধারণা থাকলেই ভিতরের দিকটি কম বেশি ধরা পড়তে বাধ্য। তাই এটা বোঝার শক্তির আদান প্রদান হলে জ্ঞান ও রহস্যলোকের বিষয়গুলো সাধারণ মানুষ বুঝতে না পারলেও অস্বীকার করবে না। রহস্যলোকের ভেদ রহস্য তো নিজ দেহে অবস্থান করে। এই মারেফতি জ্ঞান গোপন। গোপনটিকে মহান আল্লাহ সবার কাছে প্রত্যক্ষভাবে তুলে ধরেন না। আল্লাহর বিশাল সৃষ্টি জগতের মাঝে কোথাও সামন্য ভুল নাই এবং থাকতে পারে না। মানুষের প্রবৃত্তির একটি অংশ এক লাফে আল্লাহতে গিয়ে মিশতে চায়। কিন্তু মাধ্যমটিকে জঞ্জাল মনে করে। তবে মাধ্যম ছাড়া কোন কাজ সিদ্ধ হয় না। মাধ্যমের ভিতর দিয়ে আসল ধরা পড়ে। মারেফতের জগতে পৌছাতে হলে কামেল মুর্শিদের শরণাপন্ন হওয়া অপরিহার্য, কারণ খান্নাসরূপী শয়তান অন্তরের ভিতরে জাগিয়ে তোলে। মানুষ কখনোই স্বেচ্ছাচারী কারো মাধ্যম নিতে চায় না। তাই গুরুর গোলামীর কথাটি বললেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন। খান্নাসই নিজের ভিতর এই আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করে। অথচ মানুষ খান্নাসকে দেখতে পায় না। তাই জীবন্ত শয়তানের পরিচয় জেনে নিতে হয়। তা না হলে ইসলামের কিছুই সঠিকভাবে বোঝার উপায় থাকে না। সূফীবাদ বোঝার তো প্রশ্নই আসে না। সূফীবাদকে বুঝতে হলে কামেল মুর্শিদের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করলেই কেবল তা বুঝে আসবে। কামেল মুর্শিদের ওছিলায় জিকির ও ধ্যান সাধনা দ্বারা মাখনরূপী রূহ ভেসে উঠে, তখন নিজের নফসটি আর দুধ থাকে না, বরং ঘোল তথা মাঠায় পরিণত হয়। মাঠা বা ঘোল দেখতে একদম দুধের মত। চোখের চাহনিতে ধরা পড়ে না। তখনই ধরা পড়ে যখন পান করা হয়। পান করার সময় বুঝতে পারে আমি তো দুধ পান করছি। অলি-আউলিয়াকে দেখতে দুধের মত। তবে কাছে না আসলে এর স্বাদ নেবার কোন উপায় থাকে না। ধ্যান-মোরাকাবার সাধনা করতে না পারলে, সাধারণ মানুষ আর অলি-আউলিয়াদের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য তা বোঝা যায় না। তাই শয়তান থাকার স্থান হল একমাত্র জ্বিন ও মানুষের অন্তরে। যা দূর করতে হলে অবশ্যই একজন কামেল মুর্শিদের ওছিলা নিতে হবে এবং ওছিলা তালাশ করা প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য।

> ধারণাটি জানা না থাকলে ইসলামের মূল রহস্য বোঝা বড়ই কষ্টকর হয়ে পড়ে। মানুষ সব সময় মনে করে যে, শয়তান বাহিরে থাকে এবং এই বাহিরে থাকার ধারণাটিই ইসলামকে বোঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ ভাবতেই চায় না যে শয়তান তার অন্তরেই লুকিয়ে আছে। শয়তান নানা সভ্যতার জাগতিক পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। বাধা হয়ে দাঁড়ায় যখন আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় ধ্যান সাধনায় মশগুল হতে চায়।

একমাত্র পরিশুদ্ধ আত্মাই আল্লাহর কুদরত দর্শন করতে সক্ষম হবে

বাদল চৌধুরী

জীবন পরিক্রমায় মানুষের দায়িত্ব অপরিসীম। এসব দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মানুষ ময়লাযুক্ত হয়। আর মানুষের মন্দ স্বভাবগুলো আত্মার ভিতরে প্রবেশ করে আত্মার সামনে একটা কালো পর্দা ঝুলিয়ে দেয়। ফলে মানুষ মহান আল্লাহতায়ালার দীদারলাভ থেকে বঞ্চিত হয়। এ প্রসঙ্গে আমার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান বলেন– 'বাবারা, অযত্নে পতিত লোহায় মরিচা ধরে যেমন এক সময় লোহার সকল গুনাগুন বিনষ্ট হয়ে যায়; তেমনই মানুষের মন্দ স্বভাবের ফলে আত্মায় মরিচা পরলে সকল গুনাগুন হারিয়ে কালিমালিপ্ত হয়ে আত্মাও কলংকযুক্ত হয়ে যায়'। তাই মহান রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআন মাজিদে বলেন– 'নিষ্কলঙ্ক আত্মাসহকারে আল্লাহর দরবারে আগমনকারী ব্যতীত আর কেউ মুক্তি পাবে না'। সুতরাং আমরা যদি আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে না পারি, তাহলে আল্লাহর দীদারলাভ করা সম্ভব নয়। আত্মা হলো আধ্যাত্মিক সত্ত্বা। আর আত্মার আধ্যাত্মিকের অমরতা নির্দেশ করে। আত্মা দৈহিক অঙ্গসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে সমগ্র জ্ঞানের মধ্যে সংহতি স্থাপন করে। মৃত্যুর পর আত্মা দেহের বন্ধন মুক্ত হয়ে অন্য জগতে প্রস্থান করে। আর একমাত্র পরিশুদ্ধ আত্মাই আল্লাহর কুদরত দর্শন করতে সক্ষম হবে। আত্মাকে জানতে হলে নিজেকে চিনতে হবে। রাসূলপাক (সঃ) বলেন– 'মান আরাফা নাফ-সাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু'।

অর্থ : যে নিজেকে চিনেছে, সে তার প্রভুকে চিনেছে। কর্মের মাধ্যমে নিজেকে চেনা জানার চেষ্টা করাই হল ধর্ম আর ধর্ম হলো মুক্তির পথ। বিশ্বঅলি খাজাবাবা কুতুববাগী বলেন– 'কর্ম ও আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে নিজেকে চেনা জানার মাঝেই নিহিত রয়েছে মুক্তির পথ'। এই মুক্তির পথ খুঁজে বের করা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য অনেক কঠিন। নিজেকে চেনা-জানার একমাত্র সহজ পথ হলো কামেল মুর্শিদ বা পীরের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা। একমাত্র আল্লাহর অলিবন্ধু কামেলপীর-মুর্শিদ-ই পারেন অতি সহজে সেই কাঙ্ক্ষিত পথের দিশা দিয়ে আত্মাকে বিশুদ্ধ করে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিতে। আত্মা বিশুদ্ধ হলেই কেবল দিল-অন্তরে হুজরী আসবে। আর হুজরী দিলে ইবাদত করতে পারলেই মহান আল্লাহতায়ালার দীদারলাভ সম্ভব।

কামেল পীর-মুর্শিদের উছিলায় অন্তরের শয়তান দূর হয়

মাওলানা আইয়ুব আলী হাসান

শরিয়তি শয়তানের চেয়ে অন্তরের শয়তান মারাত্মক বা জঘন্য। তা দূর করতে হলে খাঁটি অলি বা মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হয়ে ওছিলা তালাশ করতে হয়। যেহেতু ওছিলা হল যুগের শ্রেষ্ঠ অলি বা কামেল মুর্শিদ। খাজাবাবা কুতুববাগী বর্তমান যুগের কামেল মুর্শিদ। তাই সময় থাকতে জামানার মুর্শিদ ধরে তাঁর হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করার জন্য নিজেকে এগিয়ে নিয়ে আসুন। যদি আসতে পারেন তাহলে বুঝতে পারবেন।

শয়তান কী ও কেন :

শরিয়তি শয়তান ও মারেফতি শয়তান। শরিয়তি শয়তান অকর্তা, নিষ্ক্রিয় ও অথর্ব। মারেফতি শয়তান কর্তা, সক্রিয় এবং বিচরণশীল। শরিয়তি শয়তান আসলে কোন শয়তানই নয়। শরিয়তি শয়তান একটি মোটামুটি ধারণা দিতে পারে, এর বেশি কিছু করার ক্ষমতা শরিয়তি শয়তানের নেই এবং বিধানও রাখা হয়নি। এক কথায় শরিয়তি শয়তান ও মারেফতি শয়তানের কাজ-কর্ম কেমন হতে পারে তার একটি ধারণা দিচ্ছি। শরিয়তি শয়তান তিন প্রকার এবং মারেফতি শয়তান চার প্রকার। শরিয়তি শয়তান একটি সুনির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। আর মারেফতি শয়তান মাত্র দুইটি স্থানে অবস্থান করে। শরিয়তি শয়তান নামে মাত্র শয়তান, তবে মূল্যহীন নয়। মারেফতি শয়তান ভয়ঙ্কর এবং যত প্রকার অপকর্ম আছে তা সে তৈরী করে। মারেফতি শয়তানটাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যই শরিয়তি শয়তানটি রাখা হয়েছে। সত্যকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যই অনেক সময় রূপকের প্রয়োজন হয়। মারেফতি শয়তান আসল শয়তান, আসলকে বলা হয় হাকীকি। তাই নাম হল মারেফতি শয়তান। রূপক শয়তান তিন প্রকার এবং তিন স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এবং নড়াচড়া করার কোন ক্ষমতা বা অধিকার দেয়া হয়নি। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে মাত্র একটি দেশে পাওয়া যায়, সে দেশটির নাম সৌদি আরব। বিশাল সৌদি আরবের শুধু মক্কা নগরীতে পাওয়া যায় এবং এই নগরীর পশু কোরবানীর মিনা নামক স্থানে তিনটি শয়তান পাওয়া যায়। বড় শয়তান, মেঝ শয়তান ও ছোট শয়তান। প্রত্যেক হাজীকে হজ করার সময় এই তিনটি শয়তানকে পাথর ছুড়ে মারতে হয়। সুতরাং বড়, মেঝ এবং ছোট তিনটি শয়তানকে শয়তান বলে মানতে হবে, যদিও হাকিকতে তিনটির একটিও শয়তান নয়। তিনটি শয়তান এ জন্যই ৩-এর পাতায় দেখুন

আহা একি মধুর অনুভূতি

শরিফুল আলম

অধম গুনাহগার মিসকীন নালায়েক নাখান্দা আমি।

মাসিক আত্মার আলো পত্রিকায় লেখার মত কোনপ্রকার যোগ্যতাই আমার নেই। সম্মানীত পাঠক, ভুল-ত্রুটি আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কুতুবাগ দরবার শরীফ এলমে তাসাওফের একটি বিশ্ববিদ্যালয়, এ বিদ্যালয়ের পঞ্চম বর্ষের ছাত্র আমি। আমার শিক্ষক ওয়ারেসাতুল আম্বিয়া, জামানার হাদী খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান।

আমি ২০১১ সালের মাঝামাঝি সময়ে এখানে ভর্তি হয়ে, এলমে তাসাওফ বা মারেফতের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাই। প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে সাপ্তাহিক দোয়ার মাহফিলে আমাদের মুর্শিদকেবলা খাজাবাবা কুতুববাগী এলমে শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফতের অমূল্য শিক্ষা দান করেন, আমি নিয়মিত উপস্থিত থেকে দূলর্ভ অমূল্য জ্ঞান অর্জন করে যাচ্ছি। বাবাজানের পবিত্র বাণী 'এই বিদ্যালয়ের এমনি ধারা, সিনায় সিনায় লেখাপড়া'। একজন শিশু থেকে শুরু করে ৯০-১০০ বছর বয়সের মানুষ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। এখানে শরিয়তের কঠিন পর্দার ভিতর থেকে মা-বোনেরা তরিকতের শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। পুরুষদের জন্য রয়েছে পৃথক ব্যবস্থা। বর্তমান জামানার মোজাদ্দেদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান প্রত্যেক গুরুরাতে ও জুমা'র নামাজের পরে দয়াল নবীজির সত্য তরিকতের 'বাইয়াত-এ তাবারক' দান করেন। একজন সাধারণ মানুষ এ তাবারক গ্রহণ করে অসাধারণ মানুষ হয়ে যেতে পারেন, যদি তা সহিহ্ নিয়তে গ্রহণ করেন। কেবলাজানের পবিত্র শাহাদাৎ অঙ্গুল মানুষের হৃদপিণ্ড নামের কলবে স্পর্শ লাগার সঙ্গে সঙ্গে মরা দিল জিন্দা হয়ে আল্লাহ নামের জিকির জারি হয়। যার হয়েছে সে-ই বুঝেছে, আহা! একি মধুর অনুভূতি। কুতুববাগী কেবলাজানের মূল শিক্ষা হচ্ছে– 'আত্মশুদ্ধি, দিলজিন্দা ও নামাজে হুজুরি'। শুধুমাত্র একজন শুদ্ধ আত্মার মানুষকেই প্রকৃত মানুষ বলা যায়। আমাদের মত মানুষরূপী মানুষের পশু আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে প্রকৃত মানুষ বানানোর জন্যই রাত-দিন নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান। আল্লাহতায়ালা নিজে সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। মহান আল্লাহপাক তাঁর অলি-বন্ধু খাজাবাবা কুতুববাগীকে অতি সুন্দর চেহারা মোবারক দান করেছেন এবং ৩-এর পাতায় দেখুন

বিশেষ বার্তা

বাংলাদেশের অন্য কোন দরবারের সঙ্গে যদি '... বাগ' শব্দটি সংযুক্ত থেকে থাকে, তবে তাদের সঙ্গে কুতুববাগ দরবার শরীফের কোনো সম্পর্ক বা নেছবত নেই। কুতুববাগ দরবার শরীফের অবস্থান : ৩৪ ইন্দিরা রোড (ইসলামীয়া চক্ষুহাসপাতালের দক্ষিণ পাশে), ফার্মগেট, ঢাকা।

প্রচারে : কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের বাণী প্রচার কমিটি

TMI

দেশ ও জনগণের সেবায়

আসুন সূফীবাদের শিক্ষার মাধ্যমে
আমাদের অন্তরাত্মাকে পরিশুদ্ধ করি।

Proprietor
Mohammad Zafar Hossain
Tan-Man International
Contractor (MES) Bangladesh, Army, Air, Navy, BGB
আস্থা এবং অভিজ্ঞতাই আমাদের অর্জন...

21/ B, Kawran Bazar Lane (Garden Road), Tejgaon, Dhaka- 1215
P/Off : 88/ B & C, Lack Circus, Kalabagan, Dhaka- 1205
Cell : 01912014495, 019111 70294, 015534 62702
E-mail : tanmanzafar@yahoo.com, Tanmaninternational15@gmail.com

TAT

ত্বহা তাসিন অটোমোবাইলস্

আমদানীকারক, পাইকারী, খুচরা বিক্রেতা ও সার্ভিসিং ওয়ার্কসপ

এখানে জাপান থেকে সরাসরি আমদানীকৃত রিকন্ডিশন গাড়ীর অরিজিনাল হাফ কাট, নোস কাট, বডি পার্টস এবং যে কোন গাড়ীর ইঞ্জিনসহ যাবতীয় যন্ত্রাংশ পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয় এবং অগ্রীম অর্ডার নেয়া হয়

দোকান নং-১
২০/১, সাত মসজিদ হাউজিং
বেড়িবাঁধ, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭

১০০% অরিজিনাল

দোকান নং-২
৫২/২, নাসির উদ্দিন সরদার লেন
হাজী ভূঁইয়া মার্কেট (২য় তলা)
দোকান নং-৯, ধোলাইখাল, ঢাকা-১১০০

e-mail : info@ttautosbd.com, Fax : +88029104328, web :www.ttautosbd.com
যোগাযোগ : ০১৯৫১৭৬১২৩৪, ০১৯৫১৭০১২৩৪, ০১৯৫১৭৩১২৩৪, ০১৯৫১৭৪১২৩৪, ০১৯৫১৭৫১২৩৪, ০১৭১১৯২৭৮৫৬

সম্পাদক : নাসির আহমেদ আল মোজাদ্দেদি, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ জয়নাল আবেদীন, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক : মোহাম্মদ ইউনূছ কর্তৃক কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সদর দপ্তর : কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
ফোন : +৮৮-০২-৫৮১৫৬৫২৮, মোবাইল : +৮৮-০১৭২৬ ৪৫৯ ০০৪, ০১৭২৩ ৪৮২ ২৯৪, ই-মেইল : masikattaralo@gmail.com, www.kutubbaghdarbar.org.bd.